بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ মোতাবেক ০২ তাবূক, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র যুগের বিভিন্ন যুদ্ধের বিবরণ চলছিল। এ প্রসঙ্গে, ত্রয়োদশ হিজরীতে অর্জিত দামেস্কের বিজয় সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা করছি। এটি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র যুগের শেষ যুদ্ধ ছিল। দামেস্ক শহরের অবস্থান সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রাচীন দামেস্ক– সিরিয়ার রাজধানী এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ শহর ছিল। শুরুতে এটি প্রতিমা পূজার অনেক বড় একটি কেন্দ্র ছিল। কিন্তু খ্রিষ্টধর্মের আগমনের পর এর মন্দিরগুলোকে গির্জায় রূপান্তরিত করে দেয়া হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এখানে আরবরাও বসবাস করতো আর মুসলমানদের বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোও এখানে নিয়মিত আসা যাওয়া করতো। আর এ কারণেই এখানকার অবস্থা সম্পর্কে তাদের (সম্যক) জ্ঞান ছিল। দামেস্ক দুর্গসদৃশ প্রাচীর ঘেরা একটি শহর ছিল। নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের কারণে এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। বড় বড় পাথর দিয়ে এর প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রাচীরের উচ্চতা ছিল ছয় মিটার। এতে খুবই মজবুত দরজা লাগানো হয়েছিল। প্রাচীরের প্রস্থ ছিল তিন মিটার। (এর) দরজাগুলো শক্ত করে বন্ধ করা হতো। প্রাচীরের চতুর্দিকে গভীর পরিখা ছিল, যার প্রস্থ ছিল তিন মিটার। এই পরিখাটিকে নদীর পানি দ্বারা সর্বদা পরিপূর্ণ রাখা হতো। এভাবে দামেস্ক একটি শক্তিশালী ও সুরক্ষিত শহর ছিল, যেখানে প্রবেশ করা সহজসাধ্য ছিল না। **{আলী মুহাম্মদ আল্ সালাবী প্রণীত সৈয়্যদনা উমর বিন খাত্তাব (রা.), পৃঃ ৭২৫, মুজাফ্ফরগড়স্থ আল্ ফুরকান ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত}**

হযরত আবু বকর (রা.) যখন সিরিয়া অভিমুখে বিভিন্ন সেনাদল প্রেরণ করেন তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে একটি সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করে **'হিমস'** যাওয়ার নির্দেশ দেন। হিমস ছিল দামেস্কের নিকটবর্তী সিরিয়ার একটি প্রাচীন, বিখ্যাত ও বড় শহর। **(তারীখুত্ তাবরী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৩, বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১২ সালে প্রকাশিত), (ফরহঙ্গে সীরাত, পৃঃ ১০৬, করাচীর যওয়ার একাডেমী থেকে প্রকাশিত)**

হযরত আবু বকর (রা.)'র নির্দেশে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) দামেস্কে পৌঁছে অন্যান্য ইসলামী সেনাদলের সাথে এটি অবরোধ করেন। দামেস্কবাসীরা দুর্গের প্রাচীরে উঠে মুসলমানদের ওপর পাথর ও তির নিক্ষেপ করতো (আর) মুসলমানরা চামড়ার ঢাল দ্বারা আত্মরক্ষা করতো। সুযোগ বুঝে মুসলমানরাও তাদের প্রতি তির নিক্ষেপ করতো। **এভাবে বিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও কোন ফলাফল লাভ হয় নি।** দুর্গে অবরুদ্ধ থাকার কারণে দামেস্কবাসীরা চরম কষ্টে নিপতিত ছিল। দুর্গে রসদও ফুরিয়ে যাচ্ছিল। এছাড়া দামেস্কবাসীর ক্ষেত-খামার দুর্গের বাইরে থাকায় তাদের চাষাবাদের ক্ষতি হচ্ছিল। দুর্গে খাদ্যশস্য আসতে পারছিল না। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রেরও ঘাটতি ছিল। অবরোধ দীর্ঘায়িত হবার কারণে তারা চরম উৎকণ্ঠা ও বিপদে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। এ সময় অর্থাৎ, দামেস্ক অবরোধের বিশ দিন অতিবাহিত হবার পর মুসলমানরা সংবাদ পায় যে, **'আজনাদায়েন'** নামক স্থানে সম্রাট হিরাক্লিয়াস রোমানদের একটি বিরাট সেনাদল একত্রিত করেছে। হযরত খালেদ (রা.)

এ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে **'বাবে শারকী'** তথা পূর্বদিকের ফটক থেকে রওয়ানা হয়ে **'বাবে জাবীয়া'** তথা জাবীয়া গেটে হযরত আবু উবায়দা (রা.)'র কাছে যান এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করে নিজের মতামত প্রদান করেন যে, (চলুন!) আমরা দামেস্ক অবরোধ তুলে নিয়ে আজনাদায়েন-এ রোমান সেনাদের মুখোমুখি হই। আর আল্লাহ্ যদি আমাদের বিজয় দান করেন তাহলে আমরা এখানে ফিরে এসে দামেস্কের সমস্যার সমাধান করবো। হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, আমার মতামত এর বিপরীত, কেননা বিশ দিন দুর্গে অবরুদ্ধ থাকার কারণে দামেস্কবাসী অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে এবং তাদের হৃদয়ে আমাদের প্রতাপ বিস্তার করেছে। আমরা এখান থেকে চলে গেলে তারা স্বস্তি পাবে এবং প্রচুর পরিমাণে পানাহার সামগ্রী দুর্গে জড়ো করবে আর আমরা যখন আজনাদায়েন থেকে এখানে ফিরে আসব তখন তারা দীর্ঘ দিনের জন্য আমাদের মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়ে উঠবে।

হযরত খালেদ (রা.), হযরত আবু উবায়দা (রা.)'র সাথে সহমত পোষণপূর্বক অবরোধ অব্যাহত রাখেন এবং দামেস্কের দুর্গের বিভিন্ন ফটকে মোতায়েন সকল মুসলমান নেতাকে নির্দেশ দেন যে, নিজেদের পক্ষ থেকে আক্রমণ আরও জোরদার করুন।

হযরত খালেদ (রা.)'র নির্দেশ পালনে চতুর্দিক থেকে ইসলামী সেনারা প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করে। এভাবে দামেস্ক অবরোধের একুশ দিন অতিবাহিত হয়ে যায়।

হযরত খালেদ (রা.) মুসলমানদেরকে আক্রমণ জোরদার করতে উদ্বুদ্ধ করে নিজেও পূর্বদিকের ফটক থেকে জোরালো আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। দামেস্কবাসীরা এ পর্যায়ে একেবারেই নিরূপায় হয়ে পড়েছিল এবং সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সাহায্যের প্রতীক্ষা করছিল। হযরত খালেদ (রা.) উপর্যুপরি আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। এভাবেই যুদ্ধরত অবস্থায় তিনি দেখেন, দুর্গের প্রাচীরের ওপর যেসব রোমান সৈন্য ছিল তারা হঠাৎ তালি বাজিয়ে লম্ফঝম্প করছে এবং আনন্দ-উল্লাস করছে। মুসলমানরা বিস্ময়ে তাদের দেখতে থাকে। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) একদিকে তাকিয়ে দেখেন, (দিগন্তে) বিশাল ধূলোর মেঘ এদিকে ধেয়ে আসছে যার ফলে আকাশ অন্ধকার দেখাচ্ছিল; মনে হচ্ছিল দিনের বেলায়ও অন্ধকার ছেয়ে গেছে। হযরত খালেদ (রা.) সাথে সাথে বুঝতে পারেন, দামেস্কবাসীর সাহায্যার্থে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সেনাদল ধেয়ে আসছে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন গুপ্তচর বিষয়টির সত্যতাও নিশ্চিত করে যে, আমরা পাহাড়ী উপত্যকার দিকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিশাল এক সেনাদল দেখেছি আর নিঃসন্দেহে তারা রোমান সেনাদল। হযরত খালেদ (রা.) তৎক্ষণাৎ গিয়ে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে পরিস্থিতি অবগত করে বলেন, আমি সংকল্প করেছি, পুরো (মুসলিম) বাহিনী নিয়ে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের পাঠানো সেনাদলকে মোকাবিলা করতে যাব; এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ কী? হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন,

এমনটি (করা) সমীচীন হবে না। কারণ আমরা যদি এই স্থান ত্যাগ করি তাহলে দুর্গবাসীরা বাইরে বেরিয়ে এসে আমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। একদিক থেকে হিরাক্লিয়াসের সেনাদল আক্রমণ করবে, অপরদিক থেকে দামেস্কবাসী আক্রমণ করবে; আমরা রোমানদের দুই বাহিনীর (দ্বিমুখী আক্রমণের) মাঝে বিপদে পড়ে যাব।

তখন হযরত খালেদ (রা.) বলেন, তাহলে আপনার মতামত কী? হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, তুমি একজন নির্ভীক ও বীর পুরুষকে নির্বাচন করো এবং তার সাথে একটি দল শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য পাঠিয়ে দাও। অতএব, হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.), হযরত যিরার বিন আযওয়ার (রা.)-কে পাঁচশ আরোহীর সেনাদল সহ রোমান বাহিনীর

মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন। অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত যিরার (রা.)'র সেনাদলের সংখ্যা পাঁচ হাজারও বর্ণিত হয়েছে। **(আব্দুস সাত্তার হামদানী প্রণীত মরদানে আরব, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২০৩-২০৪, লাহোরের আকবর বুক সেলারজ থেকে প্রকাশিত), (ওয়াকদী প্রণীত ফতুহুশ্ শাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮)**

যাহোক, হযরত যিরার (রা.) পাঁচশ সৈন্য সহ অথবা যত সৈন্যই ছিল তাদের নিয়ে রোমান সেনাদের অভিমুখে যাত্রা করেন। কয়েকজন সৈন্য রোমানদের বহর দেখে তাকে বলেন, এই বাহিনী অনেক বড় আর আমরা মাত্র পাঁচশ জন; আমাদের ফিরে যাওয়া এবং নিজেদের (পুরো) বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে এদের মোকাবিলা করাই শ্রেয়। হযরত যিরার (রা.) বলেন, শত্রুদের আধিক্য দেখে বিচলিত হয়ো না। আল্লাহ্ তা'লা অনেকবার স্বল্পসংখ্যককে অধিকসংখ্যকের ওপর জয়ী করেছেন, এবারও তিনি আমাদের সাহায্য করবেন। হে বন্ধুগণ! ফিরে যাওয়া তো জিহাদ থেকে পলায়নের নামান্তর, যা আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন না। তোমরা কি আরবদের সাহসিকতা ও আত্মনিবেদনকে কলঙ্কিত করবে? যে ফিরে যেতে চায় সে চলে যাক; আমি অবশ্যই লড়াই করবো, ইসলামের নাম সমুন্নত করবো। আল্লাহ্ যেন আমাকে পালাতে না দেখেন!

(তখন) মুসলমানরা সবাই সমস্বরে বলে, আমরা সবাই ইসলামের জন্য উৎসর্গ হয়ে যাব, শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করব! অর্থাৎ আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। হযরত যিরার (রা.) আনন্দিত হন। (তিনি) নির্দেশ দেন যে, শত্রুর ওপর একযোগে আক্রমণ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দাও। হযরত যিরার (রা.) এবং মুসলমানগণ রোমান বাহিনীর ওপর উপর্যুপরি আক্রমণ করেন এবং বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। রোমান সেনাপতির ছেলে হযরত যিরার (রা.)'র ওপর আক্রমণ করে এবং তার বাম বাহুতে বর্শা দিয়ে আঘাত করে, যার কারণে প্রবলবেগে রক্ত বইতে আরম্ভ করে; এক মুহূর্ত পরেই তিনিও তার হৃদপিণ্ড বরাবর বর্শা দিয়ে আঘাত করে তাকে হত্যা করেন। তাঁর (অর্থাৎ যিরারের) বর্শা তার বক্ষে আটকে যায় এবং (বর্শার) ফলা ভেঙে যায়। রোমানরা যখন দেখে যে, তাঁর (অর্থাৎ যিরারের) বর্শার ফলা নেই; তখন তারা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে বন্দি করে ফেলে। **(রফীক আঞ্জুম মক্কী প্রণীত ইসলামী জঙ্গে, পৃঃ ১২৩-১২৫, লাহোরের দ্বারুল্ কুতুব থেকে প্রকাশিত), (আব্দুস সাত্তার হামদানী প্রণীত মরদানে আরব, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২০৬, লাহোরের আকবর বুক সেলারজ থেকে প্রকাশিত)** কেননা, (তাঁর) হাতে কোন অস্ত্র ছিল না।

সাহাবীরা যখন দেখেন যে, হযরত যিরার (রা.) আটক হয়েছেন তখন তারা অত্যন্ত বিমর্ষ ও উদ্বিগ্ন হন। তারা কয়েকবার পাল্টা আক্রমণ করলেও তাকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হন। হযরত খালেদ (রা.) যখন হযরত যিরার (রা.)'র বন্দি হবার সংবাদ লাভ করেন তখন তিনি খুবই উৎকণ্ঠিত হন এবং সঙ্গীদের নিকট থেকে রোমান সৈন্যদের সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে হযরত আবু উবায়দা (রা.)'র সাথে পরামর্শ করেন এবং আক্রমণের ব্যাপারে (তাঁর) মতামত গ্রহণ করেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, দামেস্ক অবরোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে আপনি আক্রমণ করতে পারেন। যেহেতু সেসময় হযরত আবু উবায়দা (রা.) কমাণ্ডার বা সেনাপতি ছিলেন। হযরত খালেদ (রা.) অবরোধের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার পর নিজ সঙ্গীদের নিয়ে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং তাদের নির্দেশ দেন যে, শত্রুদের পাওয়ামাত্রই অকস্মাৎ তাদের ওপর আক্রমণ করবে। যদি তারা যিরারকে হত্যা না করে থাকে তাহলে হয়ত আমরা তাকে ছাড়িয়ে আনতে পারবো। আর যদি যিরারকে শহীদ করে ফেলে তাহলে আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তাদের কাছ থেকে এর যথাযথ প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। যদিও আমি আশা করি, আল্লাহ্ তা'লা যিরারের বিষয়ে আমাদেরকে কষ্টে নিপতিত করবেন না। এরই মাঝে হযরত খালেদ (রা.) একজন অশ্বারোহীকে লাল রংয়ের উন্নত মানের ঘোড়ায় (আরোহিত

অবস্থায়) প্রত্যক্ষ করেন যার হাতে চকচকে দীর্ঘ বর্শা ছিল। তার বেশ-ভুষায় বীরত্ব, বিচক্ষণতা এবং রণনৈপুন্য স্পষ্ট ছিল। (সে) বর্মের ওপর পোশাক পরিহিত ছিল। গোটা শরীর এবং মুখমণ্ডল আবৃত ছিল এবং সেনাদলের অগ্রভাগে ছিল। **হযরত খালেদ (রা.) আকাঙ্ক্ষা করেন যে, হায়! এই অশ্বারোহী কে তা যদি আমি জানতে পারতাম। আল্লাহ্‌র কসম! এ ব্যক্তিকে অত্যন্ত সাহসী ও নির্ভীক মনে হচ্ছে।** সবাই তার পেছনে পেছনে যাচ্ছিল। ইসলামী সৈন্যদল যখন কাফিরদের নিকটবর্তী হয় তখন লোকজন সেই অশ্বারোহীকে রোমানদের ওপর এমনভাবে আক্রমণ করতে দেখে যেভাবে বাজপাখি ছোট পাখিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার একটিমাত্র আক্রমণ শত্রুসৈন্যদলে ত্রাস সৃষ্টি করে এবং লাশের স্তুপ বানিয়ে দেয়। আর সম্মুখে অগ্রসর হতে হতে (সে) শত্রুসৈন্যদলের কেন্দ্রে বা শত্রুব্যুহে ঢুকে পড়ে। সে যেহেতু নিজ প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়েছিল তাই পুনরায় ঘুরে কাফির সেনাসারি ভেদ করে তাদের ভেতরে ঢুকে যেতে থাকে। যে-ই সামনে আসছিল তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলছিল। কারো কারো ধারণা ছিল যে, এই ব্যক্তি হযরত খালেদ (রা.)ই হতে পারেন। রাফে বিস্মিত হয়ে খালেদ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, এই ব্যক্তি কে? হযরত খালেদ (রা.) বলেন, আমি জানি না। আমি নিজেই অবাক যে, কে এই ব্যক্তি?

হযরত খালেদ (রা.) সেনাদলের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন এমতাবস্থায় সেই আরোহী পুনরায় রোমান সেনাদের মাঝ থেকে বের হয়। রোমানদের কোন সৈন্যই তার বিপরীতে দাঁড়াতে পারছিল না এবং সে রোমানদের মাঝে একাই কয়েকজনের সাথে লড়াই করছিল। এরইমধ্যে হযরত খালেদ (রা.) আক্রমণ করে তাকে কাফিরদের বেষ্টনী থেকে মুক্ত করেন আর সে ইসলামী সেনাদলের মাঝে পৌঁছে যায়। হযরত খালেদ (রা.) তাকে বলেন, তুমি আল্লাহ্‌র শত্রুদের ওপর নিজের ক্রোধ প্রদর্শন করেছ, বল তুমি কে? সেই আরোহী কোন উত্তর না দিয়ে পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। হযরত খালেদ (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি আমাকে এবং সমস্ত মুসলমানকে উৎকণ্ঠায় নিপতিত করেছ। তুমি এতটাই ভ্রুক্ষেপহীন! আসলে তুমি কে? হযরত খালেদ (রা.)'র বারংবার অনুরোধের প্রেক্ষিতে সে উত্তর দেয়, **আমি অবাধ্যতার কারণে (আপনাকে) উপেক্ষা করি নি। অর্থাৎ এমন নয় যে, আমি অবাধ্য, তাই আপনাদের উত্তর দিচ্ছি না, বরং আমি লজ্জাবোধ করছি, কেননা আমি পুরুষ নই; একজন নারী।**

(কাজেই.) নারীরাও এমন বীরত্বের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতেন। আমার মর্মপীড়া আমাকে এক্ষেত্রে নামতে বাধ্য করেছে। খালেদ জিজ্ঞেস করেন, কোন নারী? সেই মহিলা বলেন, আমি হলাম যিরারের বোন **খওলা বিনতে আযওয়ার**। ভাইয়ের আটক হবার সংবাদ পেয়ে আমি তা-ই করেছি যা আপনি দেখেছেন। একথা শুনে হযরত খালেদ (রা.) বলেন, আমাদের সবার সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করা উচিত। আমি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে প্রত্যাশা রাখি যে, তিনি যিরারকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিবেন। হযরত খওলা (রা.) বলেন, আমিও আক্রমণের ক্ষেত্রে সম্মুখসারিতে থাকব। এরপর হযরত খালেদ (রা.) জোরালো আক্রমণ করেন। রোমানদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যায় এবং তাদের সেনাদল বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। হযরত রাফে (রা.) বীরত্বের নৈপুন্য প্রদর্শন করেন। মুসলমানরা পুনরায় জোরালো আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল, তখন অকস্মাৎ কাফির সৈন্যদলের কতিপয় আরোহী নিরাপত্তা প্রার্থনা করে দ্রুত এদিকে (অর্থাৎ মুসলমানদের দিকে) চলে আসে। হযরত খালেদ (রা.) বলেন, তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করো আর আমার কাছে নিয়ে আস। এরপর খালেদ (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস

করেন, তোমরা কারা? তারা বলে, আমরা রোমান সেনাবাহিনীর সদস্য এবং হিমসের অধিবাসী আর সন্ধির প্রত্যাশী। হযরত খালেদ (রা.) বলেন, সন্ধি তো হিমস গিয়ে হবে। এখানে সময়ের পূর্বে আমি সন্ধি করতে পারবো না। তবে তোমাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা হলো। যখন আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত দিবেন এবং আমরা বিজয় লাভ করবো তখন সেখানে কথা হবে। কিন্তু এটি বলো যে, আমাদের একজন বীর (যোদ্ধা) যিনি তোমাদের নেতার পুত্রকে হত্যা করেছিলেন, তার সম্পর্কে তোমরা কিছু জানো কিনা? তারা বলে, আপনি সম্ভবত সে ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন যিনি খালি গায়ে ছিলেন এবং যিনি আমাদের অনেক ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন আর নেতার পুত্রকে হত্যা করেছিলেন। খালেদ (রা.) বলেন, হ্যাঁ, তিনিই। তারা বলে, **তিনি যখন বন্দি হন এবং ওয়ারদানের কাছে পৌঁছেন তখন ওয়ারদান তাকে একশ' আরোহীর দলের সাথে হিমসে প্রেরণ করেছে যেন তাকে বাদশাহ্‌র কাছে পৌঁছানো হয়।** একথা শুনে খালেদ (রা.) অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং হযরত রাফে (রা.)-কে ডেকে বলেন, তুমি রাস্তাঘাট ভালোভাবে চেনো। নিজের পছন্দের যুবকদের নিয়ে হিমস পৌঁছার পূর্বেই হযরত যিরার (রা.)-কে মুক্ত করো এবং নিজ প্রভুর কাছে পুরস্কার লাভ করো। হযরত রাফে (রা.) একশ' যুবককে নির্বাচিত করেন এবং যাত্রার প্রাক্কালে হযরত খওলা (রা.) কাকুতিমিনতি করে হযরত খালেদ (রা.)'র কাছ থেকে যাওয়ার অনুমতি গ্রহণ করেন আর সবাই হযরত রাফে (রা.)'র নেতৃত্বে হযরত যিরার (রা.)-কে উদ্ধার করতে হিমস এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হযরত রাফে (রা.) দ্রুত অগ্রসর হন এবং একটি স্থানে পৌঁছে তিনি তার সঙ্গীদের বলেন, আনন্দিত হও, শত্রুরা এখনো এর চেয়ে আগে যায়নি এবং সেখানে নিজের একটি সেনাদলকে লুকিয়ে রাখেন। তাদের সেই অবস্থায় থাকতেই ধূলো উড়তে দেখা যায়। হযরত রাফে (রা.) মুসলমানদেরকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন। মুসলমানরা প্রস্তুত ছিল এরইমধ্যে রোমানরা (সেখানে) পৌঁছে যায়। হযরত যিরার (রা.) তাদের কাছে বন্দি ছিলেন এবং বেদনাভরা কণ্ঠে পঙক্তি পড়ছিলেন যে, **"হে সংবাদদাতা! আমার জাতি ও খওলাকে এই সংবাদ পৌঁছে দাও যে, আমি বন্দি এবং মশকের সাথে বাঁধা রয়েছি। সিরিয়ার কাফির ও বিধর্মীরা আমাকে ঘিরে রেখেছে এবং সবাই বর্ম পরিহিত। হে (আমার) হৃদয়! তুমি দুঃখ ও আক্ষেপের কারণে মৃত্যু বরণ কর এবং হে তারুণ্যের অশ্রু! আমার গালে বয়ে যাও।"** যে পঙক্তিগুলো তিনি পড়ছিলেন এটি হলো তার অর্থ। হযরত খওলা (রা.) চিৎকার করে বলেন, **তোমার দোয়া কবুল হয়েছে। আল্লাহ্‌র সাহায্য এসে গেছে। আমি হলাম তোমার বোন খওলা, আর একথা বলে তিনি উচ্চস্বরে তকবীর পাঠ করে আক্রমণ করেন। আর অন্য মুসলমানরাও তকবীর পাঠ করে আক্রমণ করে।** মুসলমানরা সেই দলকে পরাভূত করে (এবং) সবাইকে হত্যা করেন। হযরত যিরার (রা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা মুক্তি দেন এবং মুসলমানরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করে। হযরত খওলা (রা.) স্বহস্তে ভাইয়ের বাঁধন খুলে দেন এবং সালাম প্রদান করেন। হযরত যিরার (রা.) তার বোনকে বাহবা দেন এবং সাধুবাদ জানান। একটি দীর্ঘ বর্শা হাতে নেন এবং একটি ঘোড়ায় আরোহণ করেন (আর) খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এখানে এই আনন্দ হয় আর অপর দিকে দামেস্কে হযরত খালেদ (রা.) জোরালো আক্রমণ করে ওয়ারদানকে পরাস্ত করেন। তারা পালিয়ে যায় এবং মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। সেখানে হযরত যিরার (রা.) এবং অন্য মুসলমানদের সাথে (তাদের) সাক্ষাৎ হয়। বিজয়ের সংবাদ হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে

প্রেরণ করা হয়। এখন মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, দামেস্ক বিজয় হতে যাচ্ছে। **(ফযল মুহাম্মদ ইউসুফ যায়ী প্রণীত ফতুহাতে শাম, পৃঃ ৭৫-৮১, ঈমান ও ইয়াকীন ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত)**

অপরদিকে ইসলামী সেনাবাহিনী দামেস্কে অবস্থান করছিল আর দুর্গ অবরোধ অব্যাহত ছিল। এরইমধ্যে বুসরা থেকে হযরত আব্বাদ বিন সাঈদ (রা.) হযরত খালেদ (রা.)'র কাছে আসেন এবং সংবাদ দেন যে, রোমানদের নব্বই হাজার সেনা আজনাদায়েন নামক স্থানে সমবেত হয়েছে। হযরত খালেদ (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)'র সাথে পরামর্শ করলে তিনি বলেন, আমাদের সেনাদল সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অতএব, তাদের সবাইকে পত্র লিখে দাও তারা যেন আজনাদায়েন- এ এসে আমাদের সাথে যোগ দেয়। আর আমরাও এখন দামেস্কের দুর্গের অবরোধ তুলে নিয়ে আজনাদায়েন অভিমুখে যাত্রা করবো। **(আব্দুস সাত্তার হামদানী প্রণীত মরদানে আরব, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২১৪, লাহোরের আকবর বুক সেলারজ থেকে প্রকাশিত)**

হিরাক্লিয়াসের কাছে ওয়ারদানের পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল। অধিকন্তু তার ছেলের নিহত হওয়ার বিষয়েও বিস্তারিত জেনে গিয়েছিল। অতএব, হিরাক্লিয়াস তাকে অত্যন্ত বকাঝকা করে লিখে যে, আমি সংবাদ পেয়েছি, বস্ত্রহীন ও ক্ষুধার্ত আরবরা তোমাকে পরাজিত করেছে এবং তোমার ছেলেকে হত্যা করেছে। মসীহ্ তার ওপরও কৃপা করেন নি আর তোমার ওপরও নয়। যদি তোমার বীরত্ব ও সুদক্ষ তরবারি চালনার প্রসিদ্ধি না থাকতো তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করতাম। যাহোক, যা হবার তা হয়েছে, আমি আজনাদায়েন অভিমুখে নব্বই হাজার সেনা প্রেরণ করেছি, তোমাকে তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করছি। **(ফযল মুহাম্মদ ইউসুফ যায়ী প্রণীত ফতুহাতে শাম, পৃঃ ৮১, ঈমান ও ইয়াকীন ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত)**

হযরত খালেদ (রা.) দামেস্কের অবরোধ তুলে নিয়ে সেনাদলকে আজনাদায়েন অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেন। নির্দেশ পাওয়ামাত্র মুসলমানরা দ্রুত তাঁবু গুটিয়ে অবশিষ্ট মালপত্র উটের ওপর চাপাতে আরম্ভ করে। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে প্রাপ্ত উট এবং মালপত্র টানার উটগুলোকে মহিলা ও শিশুদের সাথে সৈন্যদলের পিছনের দিকে রাখা হয় এবং অবশিষ্ট আরোহীদের সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে রাখা হয়। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) বলেন, আমার মতে আমি মহিলা এবং শিশুদের কাফেলার সাথে সেনাবাহিনীর পিছনদিকে থাকব {অর্থাৎ হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে বলেন} আর আপনি সেনাদলের সম্মুখভাগে থাকবেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, হতে পারে যে, ওয়ারদান তার সেনাদল নিয়ে আজনাদায়েন থেকে দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে এবং তাদের মুখোমুখি হয়ে যেতে পারে। তুমি যদি সেনাবাহিনীর সম্মুখভাগে থাকো তাহলে তুমি তাদেরকে প্রতিহত করতে পারবে এবং মোকাবিলা করতে পারবে। কাজেই, তুমি সামনের দিকে থাকো এবং আমি পিছনে থাকি। হযরত খালেদ (রা.) বলেন, আপনি যথার্থ বলেছেন। আমি আপনার পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের বিপরীতে কিছু করবো না। যখন ইসলামী সেনাবাহিনী দামেস্ক অবরোধ তুলে নিয়ে রওয়ানা হয় তখন সেনাবাহিনীকে যাত্রা করতে দেখে দামেস্কবাসীরা আনন্দে লম্ফঝম্প করতে থাকে আর তালি বাজিয়ে নিজেদের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করতে থাকে। ইসলামী সেনাবাহিনীর চলে যাওয়া সম্পর্কে দামেস্কবাসীরা বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করে। কেউ বলে, আজনাদায়েনে আমাদের বিশাল সেনাদলের একত্রিত হবার সংবাদ পেয়ে মুসলমানরা সিরিয়ায় তাদের অন্যান্য বাহিনীর সাথে যোগ দিতে গিয়েছে। আবার কেউ বলে, অবরোধে অতিষ্ঠ হয়ে তারা অন্য কোন স্থানে সেনা অভিযান পরিচালনা করতে যাচ্ছে। আর

কেউ কেউ এ কথা পর্যন্ত বলে যে, তারা পালিয়ে হেজাযে ফিরে যাচ্ছে। **(আব্দুস সাত্তার হামদানী প্রণীত মরদানে আরব, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২১৬-২১৭, লাহোরের আকবর বুক সেলারজ থেকে প্রকাশিত)**

দামেস্কবাসী যতজনই ছিল তারা একজনের কাছে সমবেত হয়, যার নাম ছিল পল। আর সে ইতোপূর্বে কোন যুদ্ধেই সাহাবীদের সামনে আসেনি। এই ব্যক্তি হিরাক্লিয়াস এর পরম বিশ্বস্ত এবং খুবই উন্নত মানের তিরন্দাজ ছিল। দামেস্কবাসীরা তাকে (নিজেদের) নেতা মনোনীত করে আর সকল প্রকার লোভ দেখিয়ে যুদ্ধের জন্য সম্মত করায়। অধিকন্তু তারা এ বিষয়ে শপথ করে যে, তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাবে না আর তাদের মধ্য থেকে কেউ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলে তিনি স্বহস্তে তাকে হত্যা করার অধিকার রাখবেন। এই অঙ্গীকার ও শপথ গ্রহণ যখন শেষ হয় আর পল (নিজের) বাড়িতে গিয়ে যুদ্ধের পোশাক পরিধান করতে আরম্ভ করে তখন (তার) স্ত্রী জিজ্ঞেস করে যে, তুমি কোথায় যাচ্ছ? পল বলে, দামেস্কবাসীরা আমাকে তাদের নেতা নির্বাচন করেছে আর এখন আরবদের সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। **(তার) স্ত্রী তাকে বলে, এমনটা কোরো না, বরং বাড়িতে বসে থাকো। তোমার মধ্যে আরবদের সাথে লড়াই করার শক্তি নেই।** অযথা তাদের সাথে লড়াই করতে যেও না। আমি আজই স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমার হাতে একটি কামান রয়েছে আর (তুমি) আকাশে পাখি শিকার করছ। কিছু পাখি আহত হয়ে পড়ে যায়, কিন্তু তারা পুনরায় উঠে উড়তে থাকে। আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম এমন সময় স্বপ্নেই দেখি, হঠাৎ ওপর থেকে ঈগল পাখি এসে গেছে। শুধু একটি নয় বরং অনেকগুলো ঈগল পাখি এসেছে আর তোমার ও তোমার সঙ্গীদের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যে, সবাইকে পর্যুদস্ত করে ফেলেছে। পল বলে, তুমি আমাকেও স্বপ্নে দেখেছিলে? সে বলে, হ্যাঁ। ঈগল তোমাকে জোরে ঠোকর মারে আর তুমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে। পল তার কথা শুনে তার স্ত্রীকে চপেটাঘাত করে আর বলে, তোমার মনে আরবদের ভীতি ভর করেছে আর স্বপ্নেও সেই ভয় দেখা দিয়েছে। বিচলিত হয়ো না। আমি এখনই তাদের আমীরকে তোমার সেবক আর তার সঙ্গীদেরকে ছাগল ও শূকরের রাখাল বানিয়ে দিব। **পল অতি দ্রুততার সাথে ছয় হাজার আরোহী ও দশ হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের পেছনে রওয়ানা হয় এবং ইসলামী সেনাবাহিনীর নারী, শিশু, সম্পদ, গবাদিপশু এবং আবু উবায়দা (রা.)'র এক হাজার সেনাদলের পশ্চাদ্ধাবন করে।** মুসলমানরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। দেখতে দেখতে কাফিররা (সেখানে) পৌঁছে যায়। পল সর্বাগ্রে ছিল, সে একসাথে ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে আবু উবায়দা (রা.)'র ওপর আক্রমণ করে। বুলিসের ভাই পিটার পদাতিক বাহিনীর সাথে মহিলাদের দিকে অগ্রসর হয় এবং কতক মহিলাকে আটক করে দামেস্কের উদ্দেশ্যে ফিরতি পথ ধরে। এক জায়গায় পৌঁছে সে তার ভাইয়ের অপেক্ষা করতে থাকে। হযরত আবু উবায়দা (রা.) এই আকস্মিক বিপদ বা সংকট দেখে বলেন, খালেদের মতই সঠিক ছিল যে, তিনি সেনাবাহিনীর পেছন দিকে থাকবেন। এদিকে নারী ও শিশুরা চিৎকার করছিল আর অপরদিকে একহাজার মুসলমান বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। পল হযরত আবু উবায়দা (রা.)'র ওপর উপর্যুপরি আক্রমণ করে। তিনিও দাপটের সাথে যুদ্ধ করেন। হযরত সাহল দ্রুতগতির ঘোড়ায় আরোহণ করে হযরত খালেদ (রা.)'র কাছে পৌঁছে পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। হযরত খালেদ (রা.) ইন্নালিল্লাহ্ পড়েন। তিনি (রা.) হযরত রাফে এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-কে এক হাজার করে সৈন্য দিয়ে প্রেরণ করেন যাতে শিশু ও নারীদের নিরাপত্তা বিধান হয়। এরপর হযরত যিরার (রা.)-কে এক হাজার আরোহী সহ বিদায় জানান আর নিজেও সেনাদল নিয়ে শত্রুর উদ্দেশ্যে

যাত্রা করেন। এদিকে হযরত আবু উবায়দা (রা.) বুলিসের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন, ইত্যবসরে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত মুসলমানদের সেনাদল পৌঁছে যায়। তারা এমন আক্রমণ করে যে, দামেস্ক থেকে এসে আক্রমণকারী রোমানদের কাছে নিজেদের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়। হযরত যিরার (রা.) অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বুলিসের দিকে অগ্রসর হন। তাকে দেখে সে কেঁপে ওঠে এবং তাকে চিনে ফেলে। পল ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে পালাতে থাকে। হযরত যিরার (রা.)ও তার পিছু ধাওয়া করেন এবং তাকে জীবিত ধরে বন্দি করেন। এ যুদ্ধে কাফিরদের ছয় হাজার সৈন্যের মাঝে বহু কষ্টে একশজন জীবিত ছিল। হযরত যিরার (রা.) চিন্তিত ছিলেন, কেননা হযরত খওলাও বন্দি হয়েছিলেন। হযরত খালেদ (রা.) বলেন, চিন্তা করো না, আমরা তাদের এমন ব্যক্তিদের আটক করেছি যাদের বিনিময়ে তারা অতি সহজেই আমাদের বন্দিদের মুক্ত করে দিবে।

হযরত খালেদ (রা.) দু'হাজার সৈন্য নিজের সাথে নেন এবং অবশিষ্ট সকল সৈন্য হযরত আবু উবায়দা (রা.)'র কাছে দিয়ে দেন যাতে নারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয় আর নিজে বন্দি নারীদের সন্ধানে বের হয়ে যান। তিনি দ্রুতপদে গিয়ে সেই স্থানে উপনীত হন যেখানে শত্রুরা মুসলমান নারীদের বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি লক্ষ্য করেন যে, ধূলা উড়ছে। তিনি অবাক হন যে, এখানে কেন যুদ্ধ হচ্ছে! অনুসন্ধানে জানা যায়, বুলিসের ভাই পিটার মহিলাদেরকে আটক করে নদীর তীরে ভাইয়ের অপেক্ষায় বসে ছিল আর এখন তারা নারীদেরকে নিজেদের মাঝে বণ্টন করছিল। পিটার হযরত খওলা (রা.) সম্পর্কে বলে যে, ইনি আমার। তারা নারীদেরকে একটি তাঁবুতে বন্দি করে রাখে এবং নিজেরা বিশ্রাম নিতে থাকে, এছাড়া তারা বুলিসের প্রতীক্ষাও করছিল। এসব নারীর মাঝে অধিকাংশই সাহসী এবং অশ্বারোহণে পারদর্শী নারী ছিল। তারা সব ধরনের যুদ্ধ করতে জানতো। তারা পরস্পর একত্র হয় এবং হযরত খওলা (রা.) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, **হে হিমিয়ার গোত্রের মেয়েরা! আর হে তুব্বা গোত্রের স্মৃতিচিহ্নরা! রোমান কাফিররা তোমাদের দাসী বানাবে– এতে কি তোমরা সম্মত আছ। কোথায় গেল তোমাদের বীরত্ব এবং তোমাদের সেই আত্মাভিমানেরই-বা আজ কী হলো যার চর্চা আরবের বিভিন্ন বৈঠকে করা হতো? আক্ষেপ, আজ আমি তোমাদেরকে আত্মাভিমানশূন্য এবং বীরত্ব ও অনুরাগবিহীন দেখতে পাচ্ছি। এই আসন্ন বিপদের চেয়ে তো তোমাদের মৃত্যুই শ্রেয়।** একথা শুনে একজন মহিলা সাহাবী বলেন, হে খওলা (রা.)! তুমি যা কিছু বলেছ নিঃসন্দেহে সত্য, কিন্তু তুমি আমাদের বলো, এখন আমরা বন্দি, আমাদের হাতে বর্শা-তরবারি কিছুই নেই (এমতাবস্থায়) আমরা কী করতে পারি? ঘোড়াও নেই, অস্ত্রও নেই কেননা আমাদেরকে অকস্মাৎ আটক করা হয়েছে। হযরত খওলা (রা.) বলেন, বুদ্ধি খাটাও। তাঁবুর খুঁটি তো আছে। আমাদের উচিত এগুলো তুলে এই দুষ্ট লোকদের ওপর আক্রমণ করা। এরপর আল্লাহ্ সাহায্য করবেন। হয় আমরা জয়ী হবো নতুবা শহীদ তো হবোই। এ কথা শুনে প্রত্যেক মহিলা তাঁবুর একটি করে খুঁটি তুলে ফেলেন। হযরত খওলা (রা.) একটি খুঁটি কাঁধে নিয়ে এগিয়ে যান। **হযরত খওলা (রা.) তার অধীনস্থ মহিলাদের বলেন, তোমরা শিকলের কড়ার ন্যায় একে অপরের সাথে সংঘবদ্ধ হয়ে যাও, বিচ্ছিন্ন হবে না, নইলে সবাই মারা যাবে।** এরপর হযরত খওলা (রা.) সম্মুখে অগ্রসর হয়ে এক রোমান কাফিরকে আক্রমণ করে হত্যা করেন। রোমানরা এই নারীদের সাহসিকতা ও বীরত্ব দেখে অবাক হয়ে যায়। পিটার বলে, দুর্ভাগারা একি করছে? এক মহিলা সাহাবী উত্তরে বলেন, আজ আমরা মনস্থ করেছি যে, এসব খুঁটি দিয়ে তোমাদের মাথা ঠিক করে দিব আর

তোমাদেরকে হত্যা করে আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্মান রক্ষা করবো। পিটার বলে, এদেরকে জীবিত বন্দি করো আর খওলাকে জীবিত বন্দি করার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখ। তিন হাজার রোমান সৈন্য চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে রেখেছিল, কিন্তু কেউই (মুসলমান) মহিলাদের কাছে যেতে পারছিল না। কেউ অগ্রসর হলে এই মহিলারা তাদের ঘোড়া এবং তাদেরকে মেরে ফেলতো। **এভাবে এই মহিলারা ত্রিশজন অশ্বারোহীর ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয়**। পিটার এই অবস্থা দেখে (রাগে) অগ্নিশর্মা হয়ে যায়। (সে) ঘোড়া থেকে নেমে নিজ সাথীদের সাথে মিলিত হয়ে তরবারি দ্বারা আক্রমণ করে। কিন্তু এই নারীরা সবাই একস্থানে জড়ো হয়ে সবাইকে মোকাবিলা করে এবং কেউ তাদের কাছে ঘেঁষতে পারেনি। হযরত খওলা (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে পিটার বলে, হে খওলা! নিজের প্রাণের প্রতি দয়া করো। আমি তোমার মূল্যায়ন করি। আমার হৃদয়েও তোমার জন্য অনেক কিছু রয়েছে। তোমার কি এটি পছন্দ নয় যে, আমি বাদশাহ্‌র মতো মানুষ তোমার মনিব হব? আর আমার সকল সম্পত্তি তোমার সম্পত্তি হয়ে যাবে। হযরত খওলা (রা.) বলেন, হে দুরাচারী কাফির! আল্লাহ্‌র কসম! আমার ক্ষমতা থাকলে আমি এখনই কাঠের আঘাতে তোমার মাথা ফাটিয়ে ফেলতাম। আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাকে আমার সমকক্ষ দাঁড় করানো তো দূরের কথা, তুমি আমার ছাগল ও উট চরাবে– তাও আমি পছন্দ করি না। এতে পিটার (তার) সৈন্যদের বলে, এদের সবাইকে হত্যা করো। সেনাদল নতুন করে (আক্রমণের জন্য) প্রস্তুত হচ্ছিল আর কেবল আক্রমণ করতেই যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)'র নেতৃত্বে মুসলমানরা সেখানে পৌঁছে যায়। তিনি পুরো পরিস্থিতি ও ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন। মহিলাদের বীরত্ব ও লড়াইয়ের কথা শুনে মুসলমানরা খুবই আনন্দিত হয়। এরপর পুরো মুসলিম বাহিনী কাফিরদের চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে ফেলে এবং একযোগে আক্রমণ চালায়। হযরত খওলা (রা.) চিৎকার করে বলেন, আল্লাহ্‌র সাহায্য এসে গেছে, তিনি (আমাদের প্রতি) অনুগ্রহ করেছেন। মুসলমানদের দেখে পিটার উদ্বিগ্ন হয়ে পালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু পালানোর প্রাক্কালে সে দু'জন মুসলমান অশ্বারোহীকে নিজের দিকে আসতে দেখে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত খালেদ (রা.) এবং অপরজন ছিলেন হযরত যিরার (রা.)। হযরত যিরার তাকে বর্শা ছুঁড়ে মারেন, এতে সে ঘোড়া থেকে পড়তে গিয়েও বেঁচে পায়। এরপর হযরত যিরার (রা.) পুনরায় আঘাত করলে সে লুটিয়ে পড়ে। মুসলমানরা অনেক রোমান সেনাকে হত্যা করে আর যারা প্রাণে বাঁচে তারা দামেস্ক পালিয়ে যায়।

হযরত খালেদ (রা.) ফিরে এসে পলকে ডাকেন এবং তার সামনে ইসলামের শিক্ষা উপস্থাপন করেন এবং বলেন, ইসলাম গ্রহণ করো নতুবা তোমার সাথে সেই আচরণই করা হবে যা তোমার ভাইয়ের সাথে করা হয়েছে। পল বলে, আমার ভাইয়ের সাথে কী করা হয়েছে? খালেদ (রা.) বলেন, তাকে হত্যা করেছি। পল তার ভাইয়ের পরিণাম দেখে বলে, এখন বেঁচে থাকা অর্থহীন, আমাকেও (আমার) ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দাও। অতএব, তাকেও হত্যা করা হয়। **(ফযল মুহাম্মদ ইউসুফ যায়ী প্রণীত ফতুহাতে শাম, পৃঃ ৮২-৮৯, ঈমান ও ইয়াকীন ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত)**

যাহোক, ইসলামী সেনাবাহিনী পুনরায় আজনাদায়েন- এ সমবেত হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি দামেস্কের দ্বিতীয় অবরোধ ছিল। পূর্বে (অবরোধ) ত্যাগ করে এসেছিল। এখন **এই যুদ্ধের পর পুনরায় দামেস্কের অবরোধ সম্পর্কে** লিখেছে যে, আজনাদায়েন জয়ের পর হযরত খালেদ (রা.) ইসলামী সেনাদলকে পুনরায় দামেস্ক অভিমুখে

যাত্রা করার নির্দেশ দেন। দামেস্কবাসীরা আজনাদায়েন -এ রোমান সেনাবাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ পূর্বেই পেয়েছিল, কিন্তু তারা যখন এ সংবাদ পায় যে, মুসলিম সেনাদল এখন দামেস্ক অভিমুখে আসছে তখন তারা খুবই বিচলিত হয়। দামেস্কের চতুর্দিকে বসবাসকারীরা ছুটে এসে দুর্গে আশ্রয় নেয় আর দুর্গে তারা যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী জড়ো করে যাতে মুসলিম বাহিনীর অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হলেও ভাণ্ডার ফুরিয়ে না যায়। এছাড়া তারা অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের উপকরণও একত্রিত করে। দুর্গের প্রাচীরের ওপর কামান, পাথর, ঢাল, তির, ধনুক ইত্যাদি উপকরণ তুলে দেয় যাতে দুর্গের প্রাচীরের ওপর থেকে অবরোধকারীদের ওপর আক্রমণ করা যায়। মুসলিম বাহিনী দামেস্কের কাছাকাছি (এসে) শিবির স্থাপন করে। এরপর মুসলিম সেনারা এগিয়ে গিয়ে দুর্গ অবরোধ করে। হযরত খালেদ (রা.) দামেস্কের সবগুলো ফটকে বিভিন্ন নেতাকে তাদের সেনাদলসহ মোতায়েন করেন। **(আব্দুস সাত্তার হামদানী প্রণীত মরদানে আরব, প্রথম খণ্ড, পৃ: ২৪৭, লাহোরের আকবর বুক সেলারজ থেকে প্রকাশিত)**

এ সময় দামেস্কের শাসক ছিল **তাওমা**। দামেস্কের নেতৃস্থানীয়, সম্ভ্রান্ত ও বিজ্ঞ লোকেরা তাওমা'কে পরামর্শ দেয় যে, মুসলিম বাহিনীকে মোকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই, তাই হয় হিরাক্লিয়াসের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো অথবা মুলমানদের সাথে সন্ধি করে নাও। তারা যা চায় তা তাদেরকে দিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করো। তখন **তাওমা দম্ভ ও ঔদ্ধত্য ভরে বলে, আরবদের আমি কিছুই মনে করি না, আমি হলাম মহান হিরাক্লিয়াসের জামাতা এবং যুদ্ধে পারদর্শী। আমি থাকতে মুসলমানরা এই শহরে পা রাখারও সাহস পাবে না।** নেতারা বুঝাতে গেলে তাওমা তাদেরকে একথা বলে আশ্বস্ত করে যে, অচিরেই হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে একটি বড় সেনাদল আমাদের সাহায্যের জন্য আসছে। তাওমা চতুর্দিক থেকে মুসলমানদের ওপর জোরালো আক্রমণের নির্দেশ প্রদান করে। এসব আক্রমণের সময় অনেক মুসলমান আহত ও শহীদ হন। **হযরত আবান বিন সাঈদ** (রা.)'র দেহেও একটি বিষাক্ত তির বিদ্ধ হয়। তির বের করার পর ক্ষতস্থানে তিনি পট্টি বেঁধে নেন। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সারা শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়লে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান আর এর কিছুক্ষণ পর শাহাদতের অমিয় সূধা পান করেন। আজনাদায়েন এর যুদ্ধের সময় হযরত আবান (রা.)'র বিয়ে হযরত উম্মে আবান (রা.)'র সাথে হয়েছিল। তখনও পর্যন্ত তার হাতে মেহেদির রঙ এবং মাথায় আতরের সুগন্ধ বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ, একদম সদ্যই বিয়ে হয়েছিল। হযরত উম্মে আবান (রা.) আরবের সেসব বীরঙ্গনা নারীর মাঝে গণ্য হতেন যারা জিহাদ করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। তিনি তার স্বামীর শাহাদতের সংবাদ পেয়ে পড়িমড়ি করে ছুটে আসেন এবং নিজের স্বামীর লাশের পাশে ধৈর্য ও অবিচলতার এক মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। নিজের মুখ থেকে (তিনি) অকৃতজ্ঞতামূলক একটি বাক্যও উচ্চারণ করেন নি বরং নিজের স্বামীর বিরহে কয়েকটি পঙক্তি পাঠ করেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) তার জানাযার নামায পড়ান। দাফনের পর হযরত উম্মে আবান (রা.) এক দৃঢ় প্রত্যয় ও জোরালো অভিপ্রায় নিয়ে তার তাঁবুতে গিয়ে নিজ হাতে অস্ত্র তুলে নেন এবং নিজের মুখমণ্ডল কাপড় দিয়ে আবৃত করে **বাবে তাওমা**'য় পৌঁছেন; যেখানে তার স্বামী শহীদ হয়েছিলেন। বাবে তাওমা বা তাওমা গেটে তখন তুমুল যুদ্ধ চলছিল। হযরত উম্মে আবান (রা.) সেসব মুসলমানের সাথে যুক্ত হয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে থাকেন এবং নিজের তিরের আঘাতে অনেক রোমানকে আহত ও নিহত করেন। অবশেষে যুদ্ধ চলাকালেই সুযোগ বুঝে তিনি তাওমা'র নিরাপত্তাপ্রহরীকে টার্গেট করেন যার হাতে **মহান ক্রুশ** ছিল। **এ ক্রুশটি স্বর্ণ নির্মিত ছিল এবং**

এতে মূল্যবান মণিমাণিক্য খচিত ছিল। যে ব্যক্তি এই মহান ক্রুশটি ধরে রেখেছিল সে রোমান সৈন্যদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করতো এবং ক্রুশের দোহাই দিয়ে বিজয় ও সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করতো। হযরত উম্মে আবান (রা.)'র তির লাগতেই তার হাত থেকে ক্রুশটি পড়ে যায় আর তা মুসলমানদের হস্তগত হয়। তাওমা যখন দেখে যে, ক্রুশ মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে তখন সে তার সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে সেটিকে ফিরিয়ে আনার জন্য নীচে নেমে আসে আর ফটক খুলে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তখন রোমানরাও দুর্গের ওপর থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ করতে আরম্ভ করে। তখন হযরত উম্মে আবান (রা.) সুযোগ বুঝে তাওমা'র চোখ লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করেন আর চিরকালের জন্য তার চোখ অন্ধ করে দেন। ফলে তাওমা নিজের সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং দুর্গে প্রবেশ করে তারা ফটক বন্ধ করে দেয়। তাওমা'র এ অবস্থা দেখে দামেস্কবাসীরা বলে, এজন্যই আমরা বলেছিলাম, এই আরবদের মোকাবিলা করা আমাদের সাধ্যের বাইরে। তাই আরবদের সাথে সন্ধি করার কোন উপায় বের করতে হবে। একথা শুনে তাওমা আরও ক্রোধান্বিত হয়ে নিজের সঙ্গীদের বলে, আমার এ চোখের পরিবর্তে আমি তাদের এক হাজার চক্ষু অন্ধ করে দিব। **(আব্দুস সাত্তার হামদানী প্রণীত মরদানে আরব, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৪৮-২৫৪, লাহোরের আকবর বুক সেলারজ থেকে প্রকাশিত)**

দামেস্কবাসী হিমস্ থেকে সাহায্যস্বরূপ ২০ হাজার সৈন্য আসার প্রত্যাশায় ছিল। {আলী মুহাম্মদ আল্ সালাবী প্রণীত সৈয়্যদনা উমর বিন খাত্তাব (রা.), পৃঃ ৭২৪} কিন্তু মুসলিম সেনাদল এই পন্থা অবলম্বন করে যে, সৈন্যদের একটি দলকে দামেস্কের পথে মোতায়েন করে রাখে। এভাবে হিমস্ থেকে আগত সেনাদলকে সেখানেই আটকে দেয়া হয়। মুসলমানরা কঠোরভাবে দামেস্ক অবরুদ্ধ করে করে রাখে আর এ সময় উপর্যুপরি আক্রমণ, তিরবর্ষণ এবং কামান দ্বারা শত্রুদেরকে চরমভাবে উৎকণ্ঠিত করতে থাকে। দামেস্কবাসী যখন নিশ্চিত হয়ে যায় যে, তারা কোন সাহায্য পাবে না তখন তাদের মাঝে দুর্বলতা ও ভীরুতা দেখা দেয় ফলে তারা অতিরিক্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা ছেড়ে দেয় আর মুসলমানদের হৃদয়ে তাদেরকে পরাস্ত করার উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। **(তারীখুত্ তাবরী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭-৩৫৮, বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১২ সালে প্রকাশিত)**

দামেস্কবাসীর ধারণা ছিল, প্রচণ্ড শীতের মধ্যে মুসলমানরা দীর্ঘ অবরোধের ধকল সইতে পারবে না। কিন্তু মুসলমানরা পরম বীরত্বের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। দামেস্কের চতুষ্পার্শ্বের খালি বাড়িঘরগুলোকে মুসলমানরা আরাম ও বিশ্রামের জন্য ব্যবহার করে। সাপ্তাহিক রুটিন অনুসারে পালাক্রমে যেসব সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে থাকত তারা এসে (এখানে) বিশ্রাম করত আর তারা চলে গেলে আরেক দল সেনা এসে বিশ্রাম নিত। এছাড়া ফটকে নিয়োজিত এসব সেনাদলের পেছনে তাদের সাহায্য ও তদারকির জন্য আরেকটি দল মোতায়েন থাকত। এভাবে অনেক দীর্ঘস্থায়ী অবরোধের ওপরও নিয়ন্ত্রণ রাখা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু মুসলমানরা এতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, বরং শত্রুদের সুসংবদ্ধ প্রতিরোধ ভাঙ্গার জন্য তাদের কর্মক্ষেত্রের গবেষণা ও রণকৌশলের আলোকে কাজ করতে থাকে। আর **প্রতিরোধের এই সুশৃঙ্খল ও সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যেও হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) এমন একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচনে সমর্থ হন যেদিক দিয়ে দামেস্কে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল।** এটি দামেস্কের সবচেয়ে উত্তম এলাকা ছিল। সেখানে পরিখার পানির গভীরতা অনেক বেশি ছিল আর সেখান দিয়ে প্রবেশ করা খুবই দুরূহ কাজ ছিল। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) দামেস্কে প্রবেশের এই উপায় বের করেন যে, কিছু রশি একত্রিত করেন যেন প্রাচীরের ওপর

উঠতে এবং দামেস্কে প্রবেশের জন্য তাতে গিঁট দিয়ে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) কোনো সূত্রে এ সংবাদ লাভ করেছিলেন যে, দামেস্কে নিয়োজিত ১০ হাজার রোমান সৈন্যদের সেনাপতির ঘরে সন্তানের জন্ম হয়েছে, অর্থাৎ এক কমান্ডারের ঘরে বাচ্চা জন্ম নিয়েছে আর **সমস্ত লোক, যাদের মাঝে তার নিরাপত্তারক্ষী সৈন্যরাও ছিল, দাওয়াতে ব্যস্ত রয়েছে। অতএব, তারা সবাই অনেক পানাহার করে নেশায় বিভোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে এবং নিজেদের দায়িত্বের প্রতি উদাসীন হয়ে গেছে।** এ সময়ে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) তার কয়েকজন সঙ্গীকে সাথে নিয়ে মশকের সাহায্যে পরিখা পার হয়ে প্রাচীরের কাছে পৌঁছে যান এবং রশিতে গিঁট লাগিয়ে সেটিকে সিঁড়ি হিসেবে প্রাচীরের ওপর শক্ত করে আটকে দেন। এভাবে বেশ কয়েকটি রশি প্রাচীরের সাথে ঝুলিয়ে দেন। এরপর এসব রশির সাহায্যে বহু সংখ্যক মুসলমান প্রাচীরে আরোহণ করে ভেতরে প্রবেশ করে এবং ফটকের কাছে পৌঁছে যায়। ফটকের খিলগুলো তারা তরবারি দিয়ে কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। (আর) এভাবে মুসলিম সৈন্যরা দামেস্কে প্রবেশ করে। **{আলী মুহাম্মদ আল্ সালাবী প্রণীত সৈয়্যদনা উমর বিন খাত্তাব (রা.), পৃঃ ৭২৭-৭২৮, মুজাফ্ফরগড়স্থ আল্ ফুরকান ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত}**

হযরত খালেদ (রা.)'র সেনাদল পূর্বদিকের ফটকের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিলে রোমানরা উৎকণ্ঠিত হয়ে পশ্চিম দিকের দরজায় (অবস্থানরত) হযরত আবু উবায়দা (রা.)'র কাছে সন্ধির আবেদন করে। অথচ পূর্বে তারা মুসলমানদের পক্ষ থেকে দেয়া সন্ধিপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং যুদ্ধ করতে অনড় ছিল। হযরত আবু উবায়দা (রা.) সানন্দে সন্ধিপ্রস্তাব মেনে নেন। তখন রোমানরা দুর্গের ফটক খুলে দেয় এবং মুসলমানদেরকে বলে, দ্রুত এসে আমাদেরকে এই ফটকের আক্রমণকারী, অর্থাৎ হযরত খালেদ (রা.)'র হাত থেকে রক্ষা করো। ফলাফল স্বরূপ সব ফটক দিয়ে মুসলমানরা সন্ধির মাধ্যমে শহরে প্রবেশ করে আর হযরত খালেদ (রা.) তার ফটক দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহরে প্রবেশ করেন। হযরত খালেদ (রা.) এবং অন্য চারজন মুসলমান আমীর শহরের মধ্যভাগে পরস্পরের সাথে মিলিত হন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) যদিও দামেস্কের কিছু অংশ যুদ্ধ করে জয় করেছিলেন কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.) যেহেতু সন্ধিপ্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন তাই বিজিত এলাকাগুলোতেও সন্ধির শর্তাবলী মেনে নেয়া হয়। **(তারীখুত্ তাবরী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭-৩৫৮, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১২ সালে প্রকাশিত), (শিবলী নু'মানী রচিত আল্ ফারুক, পৃঃ ১০৬-১০৭, দ্বারুল্ ইসলামিয়্যাত থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত)**

এখানে এটি সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্যক যে, দামেস্ক বিজয়কে কোন কোন ঐহিতাসিক হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালের ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেন, কিন্তু দামেস্কের এই যুদ্ধাভিযান হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র খিলাফতকালেই শুরু হয়েছিল, যদিও এর বিজয়ের সুসংবাদ যখন মদীনায় প্রেরণ করা হয় ততক্ষণে হযরত আবু বকর (রা.)'র প্রয়াণ হয়ে গিয়েছিল। **কাজেই, এটি ছিল হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগের শেষ যুদ্ধাভিযান।** আগামীতে ইনশাআল্লাহ্ হযরত আবু বকর (রা.)'র জীবনের যে অন্যান্য দিক রয়েছে সেগুলো বর্ণনা করা হবে।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তিরও স্মৃতিচারণ করতে চাই। প্রথমজন হলেন, **মুকাররম উমর আবু আরকূব সাহেব** যিনি দক্ষিণ ফিলিস্তিন জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি গত ১৫ আগস্ট ৭০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। উমর আবু আরকূব সাহেব ২০১০ সালে এমটিএ আল্ আরাবিয়ার মাধ্যমে জামা'তের সাথে পরিচিত হন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আমি যখন এমটিএ দেখি তখন অনুভব করি যে,

নিঃসন্দেহে এরা সৎ ও পুণ্যবান মানুষ। আমি একদিকে ইসলামী বিশ্বকে হত্যা, লুটপাট ডাকাতি, চুরি এবং পরস্পরকে ঘৃণা-বিদ্বেষে লিপ্ত দেখি আর অপরদিকে আহমদীয়া জামা'ত সুসম্পর্ক রক্ষা করার শিক্ষা দেয় আর তাহাজ্জুদ পড়ার এবং পবিত্র কুরআন পাঠের উপদেশ দেয়, এতে আমি খুবই প্রভাবিত হই আর (মনে মনে) বলি, এটিই সত্য জামা'ত যার আনুগত্য করা আমাদের জন্য ওয়াজিব (তথা আবশ্যক)। এরপর বলেন, এস্তেখারার পর আমি সুনিশ্চিত হই। এরপর আমি একটি স্বপ্নও দেখেছিলাম যে, এটিই সত্য জামা'ত। তিনি বলেন, আমি শপথ করি যে, আমৃত্যু আমি এই জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকব। প্রত্যেক সংকটময় মুহূর্তে মরহুম খুবই অবিচল থাকতেন। মরহুম বলতেন, আমি যতদিন জীবিত আছি ততদিন আমার অঙ্গীকারে প্রতিষ্ঠিত থাকব। তার বয়'আতের পর মরহুমের সহধর্মিণী স্বপ্নে দেখেন যে, কয়েকজন আহমদী মোকাররম উমর সাহেবকে নিজেদের বাড়ির একটি কক্ষে নিয়ে যান। তারা তাকে গোসল করান এবং তার বক্ষ উন্মুক্ত করে (তা) পরিষ্কার করেন এবং আমাকে বলেন, দেখুন! আমরা তাকে সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছি। খিলাফতের প্রতি ছিল তার ঐকান্তিক ভালোবাসা এবং অনেক দোয়া করতেন। মরহুম জামা'তের সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। তিনি নিজের বাড়ির একাংশ তথা নীচতলা জামা'তের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। দক্ষিণ ফিলিস্তিনের আহমদীয়া জামা'ত (-এর সদস্যরা) মরহুমের বাড়িতে জুমু'আর নামায, দুই ঈদের নামায এবং সভা-সমাবেশের জন্য সমবেত হতেন আর তার পুত্র বলেন, মরহুমের ওসীয়্যত হলো, (বাড়ির) এই অংশ (সদা) জামা'তের সেবায় নিবেদিত থাকবে। তার অসুস্থতার সময় বিরোধীরা বলতো যে, আহমদীয়া জামা'ত (পরিত্যাগ করে) তওবা করো তাহলে রোগ দূর হয়ে যাবে, কিন্তু মরহুম এতদসত্ত্বেও তাদের সাথে তবলিগী বাহাস (তথা ধর্মীয় বিতর্ক) করতেন আর এক ব্যক্তি, যে অনেক বেশি বিরুদ্ধে বলতো; তার সাথে বাহাস (তথা ধর্মীয় বিতর্ক) করেন এবং তাকে এমন দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন যে, সে কোনো উত্তর দিতে পারে নি। মরহুম যখন অসুস্থতার দিনগুলো পার করছিলেন তখন রোগের তীব্রতার কারণে পরের দিন তাকে আইসিইউ বা নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে স্থানান্তর করতে হয়। ধর্মীয় বিতর্কের সময় মরহুমের পুত্র সেই মোল্লা, যে অনেক বেশি তার সাথে বাহাস বা বিতর্ক করতো; তাকে বলে যে বাবাকে ছেড়ে দাও। তিনি অভিজ্ঞ মানুষ, তুমি তাকে বুঝাতে পারবে না। যাহোক পুত্র বলেন, মরহুম মৃত্যুশয্যায় অবস্থায় এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে, আমার মৃত্যুতে বিমর্ষ হবে না। এরপর (তিনি) হযরত বেলাল (রা.)'র একটি উক্তি পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন, غدا القى الاحبة محمد و صحبه (উচ্চারণ: **গাদান আলকাল আহিব্বাতা মুহাম্মাদান ওয়া সাহবাহু**)। অর্থাৎ, **আগামীকাল আমি আমার প্রিয় মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের সাথে মিলিত হবো**। **(শরাহ্ আয্ যুরকানী আলাল্ মওয়াহিবুল্ লিদদুনিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯৯, ইসলাম হামযা, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত)**

মরহুম খুবই সর্বজনপ্রিয় এবং প্রিয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। মরহুমের সহধর্মিণী, তিন পুত্র এবং চার কন্যা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এই সন্তানদেরও আহমদীয়াত গ্রহণ করার তৌফিক দিন, যারা আহমদী নয় আর মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সাথে ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো, মিঠঠি থারপারকার নিবাসী **মুকাররম শেখ নাসের আহমদ সাহেবের**। তিনি সম্প্রতি ৯৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি মিঠঠি'র সর্বপ্রথম আহমদী ছিলেন। ১৯৬৯ সালে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। একজন উদ্যমী

দাঈ ইলাল্লাহ এবং ধর্মীয় আত্মাভিমানে সমৃদ্ধ একজন নির্ভীক আহমদী ছিলেন। পাঁচবেলার নামাযে অভ্যস্ত, আতিথেয়তা, খিলাফতের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা ছিল তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তিনি মিঠঠি এর চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য (মানুষকে) বয়'আত করানোর সৌভাগ্যও লাভ করেন। তার দেয়া জায়গাতেই মিঠঠি'র প্রথম মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। পরিবার-পরিজন এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকে তাকে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিশেষত সন্তানদের বিয়ের সময় হলে তার আত্মীয়স্বজন নিজেদের বাইরে আহমদীদের সাথে বিয়ে দেওয়া থেকে বিরত রাখতে প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করে। তাকে বয়কট (তথা সমাজচ্যুত) করা হয়, তারা এদের বিয়েশাদীতে অংশ গ্রহণও করেনি, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে তিনি বিরোধিতা সত্ত্বেও সব সন্তানের বিয়ে আহমদী পরিবারে করিয়েছেন। তিনি তার সন্তানদের তরবীয়তের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। সবাইকে পবিত্র কুরআন পড়িয়েছেন, নামাযে অভ্যস্ত করিয়েছেন। তার বাড়ির মহিলাদেরকে, যারা পূর্বে হিন্দু ছিল এবং তাদের প্রথাগত পোশাক ছাড়িয়ে তাদেরকে বোরকা পরিধান করিয়েছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) একবার তার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিলেন, **'প্রত্যেক কেন্দ্রে আমরা যদি একজন নাসের সৃষ্টি করতে পারি তবে নিশ্চিতরূপে আমরা সফল হবো'**। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে দুই পুত্র এবং চার কন্যা রয়েছে। তার সন্তানদের মাঝে কেউ কেউ ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী হিসেবে ধর্মের সেবা করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হলো, **প্রাক্তন মুয়াল্লিম ওয়াক্‌ফে জাদীদ মালেক সুলতান আহমদ সাহেবের**, তিনিও সম্প্রতি ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯৩৮ সালে ঝং জেলার পাক্কা নিসওয়ানায় তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন। তার পরিবারে আহমদীয়াত প্রবেশ করে তার পিতা মোহতরম সাজ্জাদা সাহেব অর্থাৎ, সবার পরিচিত শাহযাদা সাহেবের মাধ্যমে। যিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র যুগে স্বয়ং কাদিয়ানে গিয়ে বয়'আত করেছিলেন। তিনি মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন করার পর ১৯৬০ সালে ওয়াক্‌ফে জাদীদের অধীনে (জামাতের) সেবা করার আবেদন করেন। তার ওয়াক্‌ফ-এর আবেদন গৃহীত হয়। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন ওয়াক্‌ফে জাদীদ-এর ইনচার্জ ছিলেন তখন তিনি তাঁর অধীনে প্রশিক্ষণ লাভ করেন এবং কিছুকাল সেখান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ১৯৬০ সালে মুয়াল্লিম হিসেবে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়। থারপারকার অঞ্চলে তাকে প্রেরণ করা হয়। তিনি সেখানে অনেক কাজ করেন। এছাড়া পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলেও তিনি কাজ করেছেন। (তার) সেবাকালের ব্যাপ্তি ৩৮ বছরের অধিক। তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব তিনি সুচারুরূপে পালন করতে থাকেন। তবলীগের গভীর আগ্রহ ছিল এবং এ কারণেই ১৯৬৮ সালে তার ওপর প্রাণনাশী আক্রমণও করা হয়েছিল। সততা, মিশুকতা, আতিথেয়তা ও প্রফুল্লতা ছিল তার মৌলিক গুণাবলী। তাহাজ্জুদগুযার, বাজামা'ত নামাযে অভ্যস্ত এবং দোয়ায় অভ্যস্ত মানুষ ছিলেন। আমৃত্যু খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রেখেছেন এবং নিজের সন্তানদেরও এর উপদেশ দিতে থাকেন। (তার) শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়া তিন পুত্র এবং দুই কন্যা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো, **মুকাররম মাহবুব আহমদ রাজেকী সাহেবের** যিনি মণ্ডি বাহাউদ্দীন জেলার সাদউল্লাহ্‌পুর-এর অধিবাসী ছিলেন। তিনিও সম্প্রতি ৮৬ বছর বয়সে

ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম মূসী ছিলেন। (তার) শোকসন্তপ্ত পরিবারে দুই পুত্র এবং এক কন্যা রয়েছে। তার এক পুত্র পাকিস্তানের বাইরে জার্মানিতে অবস্থান করছেন এবং কিছু রয়েছে লাহোরে। মরহুম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত গোলাম আলী রাজেকী (রা.)'র পুত্র এবং হযরত মৌলভী গোলাম রসূল রাজেকী (রা.)'র ভাতিজা এবং হযরত মৌলভী গওছ মুহাম্মদ সাহেব (রা.)'র দৌহিত্র ছিলেন।

মরহুমের পুত্র মাবরূর সাহেব বর্ণনা করেন, তিনি ৩৭ বছর সাদউল্লাহ্পুর জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। (তিনি) খুবই দোয়াগো, মহানবী (সা.) ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যিকার প্রেমিক, খিলাফতের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা পোষণকারী, নির্ভীক ও সাহসী ধর্মসেবক ছিলেন। তিনবার তিনি আল্লাহ্র পথে বন্দি হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। পাঁচবেলার নামাযে অভ্যস্ত হওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত দীর্ঘক্ষণ তাহাজ্জুদ পড়তেন। অসংখ্যবার খোদা তা'লা তার বিভিন্ন দোয়াকে তৎক্ষণাৎ গ্রহণীয়তার সম্মান দান করেছেন। তিনি সত্যস্বপ্ন এবং দিব্যদর্শনও দেখতেন। আল্লাহ্র রাস্তায় বন্দি থাকা অবস্থায়ও তিনি কয়েকবার এই স্বপ্ন দেখেছেন যে, অমুকদিন মুক্তিলাভ হবে অথবা অমুক সময় এই ঘটনা ঘটবে আর তদ্রুপ হতেও থাকে। দিনের অধিকাংশ সময় দরূদ শরীফ এবং দোয়া পাঠে রত থাকতেন। বরং একজন লিখেছেন, একদিন ফজরের নামাযে আসলে তিনি তার শরীরে হাত দিয়ে দেখেন যে, তার প্রচণ্ড জ্বর। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মসজিদে বাজামা'ত নামায পড়তে আসেন। এছাড়া এমটিএ'র সাথে সম্পর্ক এবং খিলাফতের প্রতি ভালোবাসার চিত্র এমন ছিল যে, যখন কম শুনতেন এবং বুঝতে না পারা সত্ত্বেও খুতবার সময় টিভির সামনে বসে অবশ্যই শোনার চেষ্টা করতেন। তার মৃত্যুর পর আশেপাশের গ্রামের অনেক বেশি অ-আহমদীরা আসে, বরং পূর্বেও আসতো আর (তার প্রতি) খুবই বিশ্বাস ছিল, তাকে দিয়ে দোয়া করাতো। মৃত্যুর পর তো সমবেদনা জানানোর জন্যই এসেছিল। তারা (তাকে দিয়ে) দোয়া করাতো আর বলতো তিনি যদি আহমদী না হতেন তাহলে শত-সহস্র মানুষ তার মুরিদ হতো। আর তার দোয়া গৃহীত হওয়া সম্পর্কে অনেক অ-আহমদীও বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছে এবং উদাহরণ দিয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানদেরকেও তার সৎকাজগুলো ধরে রাখার তৌফিক দিন।

নামাযের পর তাদের সবার গায়েবানা জানাযা পড়া হবে, ইনশাআল্লাহ্।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ পৃঃ ৫-১০)
(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)